যুগান্তর

MAY 05 2002
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

সিলেটে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষার মান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন শীর্ষক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে গতকাল প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন -যুগান্তর

নকল প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

—শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

সিলেট ব্যুরো

'পরীক্ষায় নকল বন্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নকলকে নির্মূল করতে হবে।' শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক এ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসী তৈরি করছেন রাজনীতিবিদরা। ছাত্রদের নকল প্রবণতায় উৎসাহ দিচ্ছেন শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, পুলিশ, অভিভাবকসহ সমাজের দায়িত্বশীল মহল। নকলের বাঁধভাঙা জোয়ার নিয়ন্ত্রণে

নকল : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৬

নকল : প্রতিরোধ

সব মহলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। চারদলীয় জোট সরকার নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। এখন প্রয়োজন সবার সহযোগিতা। গতকাল জেলা অডিটরিয়ামে সিলেট শিক্ষা বোর্ড ও জেলা প্রশাসন আয়োজিত 'নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষার মান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনার ও মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথাগুলো বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমসি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এএমএএ মাহবুব আহমেদ। বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জগলুল পাশা, অতিরিক্ত কমিশনার একেএম শামসুদ্দিন, জেলা প্রশাসক একেএম হেলাল উজ্জামান, পুলিশ সুপার এমএ হানিফ। সভা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ বেতারের ঘোষক আমিনুল ইসলাম লিটন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ শিক্ষক রয়েছেন। নকল প্রতিরোধে এই শিক্ষকরা আন্তরিকভাবে এগিয়ে এলে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে পুলিশ প্রশাসনের প্রয়োজন হয় না। বিগত সরকার আমলে যা সম্ভব হয়নি এই সরকার তা সম্ভব করেছে। নকল শব্দটির জন্ম এদেশে ১৯৭২ সালে অটোপ্রমোশন সিস্টেমের মাধ্যমে।